আমার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই—এইপ্রকারে ভাবযুক্ত হইয়া যদি তুমি নিখিল কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পার, তবে তুমি আমার প্রসাদে অবশ্যই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে (শ্রীগীতা ১২-৮-১১)। শ্রীগীতার ঐ সকল বাক্য হইতে ইহাই পাওয়া যাইতেছে যে—বিশুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ না হইলে শ্রীভগবদর্পিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এই বিষয়ে পদ্মপুরাণান্তর্গত কার্ত্তিকমাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, সেটিও এস্থলে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এক সময়ে চোলদেশের অধিপতি শুদ্ধ অর্চ্চনাঙ্গভক্তির অনুষ্ঠানকারী বিষ্ণুদাস নামক কোন একজন ব্রাহ্মণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন যে—'দেখা যাউক্, কাহার প্রথমতঃ ভগবৎপ্রাপ্তি হয়'। এই প্রকারের স্পর্দ্ধা করিয়া সেই রাজা শ্রীভগবানে ফল অর্পণ করিয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ শুদ্ধ অর্চ্চনরূপ ভক্তির সামর্থ্যে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিলেন দেখিয়া সেই রাজা ভগবদর্পিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া মুদ্গল নামে কোন একজন ভক্তকে বলিতে লাগিলেন —"আমি যে ব্রাহ্মণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া এইসকল যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম, সেই ব্রাহ্মণ আমার পূর্ব্বেই শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ লাভ করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠমন্দিরে চলিয়া যাইলেন। অতএব, আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে—যজ্ঞ, দান প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কখনও শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হয়েন না; তাঁহার সন্তোষ বিধানে ভক্তিই একমাত্র কারণ"। এই কথা বলিয়া রাজা হোমকুণ্ডের অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া "মানসে, বাক্যে এবং কায়িক কর্ম্মের দ্বারা কেবলমাত্র ভক্তি-অনুষ্ঠান করিতে আমাকে যোগ্যতা প্রদান করুন"—এই কথাটি তিনবার উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে রাজা বারম্বার দীনভাবে ভক্তিদেবীর শরণ গ্রহণ করিয়া হোমকুণ্ডে নিজদেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তিনি শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গের দ্বারা ইহাই দেখান হইল যে—বিশুদ্ধ ভক্তির অনুষ্ঠানই ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়। ভগবদর্পিত কর্ম্মাদি দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারা যায় না॥ ১০২ ॥

অনন্তর যোগ-সাধনের অনাদর করিয়া ভক্তির অভিধেয়ত্ব স্থাপন করিতেছেন। ১০।৫১।৬০ শ্লোকে শ্রীভগবান্ মুচুকুন্দ মহারাজের নিকট ভক্তিহীন জনগণের নিন্দাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"হে মহারাজ! যে সমস্ত ভক্তিহীনজন কেবলমাত্র প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধন দ্বারা নিজ নিজ মনকে সংযত করে, বাসনা ক্ষীণ হয় না বলিয়া তাহাদের সেই মনকে